গম আমদানি প্রক্রিয়া

এই নির্দেশিকাটি বাংলাদেশে গম আমদানির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমদানিকারকগণকে অবগত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

USDA

BANGLADESH TRADE FACILITATION

এক নজরে গম আমদানি প্রক্রিয়া

পর্যায়	শর্তসমূহ/ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রতিষ্ঠান/সংস্থা	প্রক্রিয়াকরণের সম্ভাব্য সময়	ফি সমূহ
প্রাক-আমদানি পর্যায়	ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ	৩-৫ কার্যদিবস	ব্যবসার ধরন অনুযায়ী ১০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত
	আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC) প্রাপ্তি	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর Weblink: https://olm.ccie.gov.bd	১-৩ কার্যদিবস	বার্ষিক সর্বোচ্চ আমদানি সীমার উপর নির্ভরশীল
	সরকার নিবন্ধিত চেম্বার/ ব্যবসায়ী সংগঠন এর সদস্যপদের সনদ	সংশ্লিষ্ট চেম্বার/ব্যবসায়ী সংগঠন		
	- Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation (COI) [শুধুমাত্র লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে]; - অংশীদারিত্বের চুক্তি (Registered Partnership Deed) (পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	অনলাইন আবেদন Weblink: app.roc.gov.bd	কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের উপর ভিত্তি করে (যেমনঃ নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধন ফি ইত্যাদি)
	বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন (বীজ হিসেবে আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	কৃষি মন্ত্রণালয় Website link: http://service.moa.gov.bd	১৫-২০ কার্যদিবস	২০০০ টাকা
আমদানি পর্যায়	প্রোফর্মা ইনভয়েস সংগ্রহ	আমদানিকারক-রপ্তানিকারক		
	আমদানি অনুমতিপত্র (Import Permit) সংগ্রহ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) এর উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং (PQW) Weblink: pqw.dae.gov.bd		পণ্যের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল
	ইন্স্যুরেন্স কভার নোট ক্রয়	যেকোনো অনুমোদিত বীমা কোম্পানি	৭ কার্যদিবস	
	অর্থের উৎস নিশ্চিতকরণ ও ঋণপত্র (এলসি) খোলা	যেকোনো তফসিলি ব্যাংক	১-৩ কার্যদিবস	

এক নজরে গম আমদানি প্রক্রিয়া

পর্যায়	শর্তসমূহ/ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রতিষ্ঠান/সংস্থা	প্রক্রিয়াকরণের সম্ভাব্য সময়	ফি সমূহ
প্রাক-আমদানি পর্যায়	রপ্তানি বিষয়ক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ ক) বিল অব এক্সচেঞ্জ (পণ্যের চালান) খ) পণ্যের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সনদ গ) রপ্তানিকারক দেশের ব্যবসায়ী সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ ঘ) মনুষ্য খাদ্য উপযোগিতা নিশ্চিতকরণ সনদ ঙ) রপ্তানিকারকের দেশের উপযুক্ত ল্যাবরেটরি কর্তৃক ইস্যুকৃত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার সনদপত্র চ) রপ্তানিকারক দেশের কৃষি বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত ফাইটোস্যানিটারি সনদপত্র ছ) ওজন ও গুণগত মান সংক্রান্ত সনদ জ) প্যাকিং লিস্ট ঝ) বীমার সনদ, ইত্যাদি	রপ্তানিকারক, রপ্তানিকারক দেশের ব্যবসায়ী সংগঠন, পরীক্ষাগার (ল্যাব) ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা		
	ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট (C&F) নিয়োগ, পণ্য খালাসের অনুমতিপত্র ও বাংলাদেশ কাস্টমসের ছাড়পত্র	বাংলাদেশ কাস্টমস, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর C&F এজেন্ট		
	পণ্য খালাসকরণ ও লেনদেন সম্পন্ন	আমদানিকারক		

উৎস: সিডিসিএস কর্তৃক স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় প্রণীত ও যাচাইকৃত

এক নজরে গম আমদানি

গম আমদানির জন্য প্রথমে আমদানিকারক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ইমপোর্ট পারমিট সংগ্রহ করবেন। এরপর তিনি ঋণপত্র (LC) খুলবেন এবং আমদানি প্রক্রিয়া শুরু করবেন। আমদানিকারকের নিজস্ব carrier থাকা সাপেক্ষে FOB (ফ্রি অন বোর্ড) চুক্তি সম্পাদিত হবে; অন্যথায় CFR (কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট) চুক্তি হবে। বন্দর এবং শুল্ক ছাড়করণ (পোর্ট ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স) সংক্রান্ত কাজসমূহ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট (C&F এজেন্ট) কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে।

আমদানি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট 'ইমপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট' (IGM) এবং C&F এজেন্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাংলাদেশ কাস্টমসের কাছে দাখিল করে থাকেন। বাংলাদেশ কাস্টমস দলিলাদি যাচাই করেন এবং সকল শর্ত পুরণ সাপেক্ষে 'বিল অব এন্ট্রি' অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করবেন। C&F এজেন্ট এই বিল অব এন্ট্রি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধ করার পর বাংলাদেশ কাস্টমস ডেলিভারি অর্ডার (DO) ইস্যু করবেন। C&F এজেন্ট এই ডেলিভারি অর্ডার শিপিং কর্তৃপক্ষের অনুকূলে দাখিল করেন। অতঃপর চালান খালাসের জন্য প্রস্তুত হয়।

গম আমদানি প্রক্রিয়া প্রবাহ চিত্র

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

দুই ধরণের কাগজপত্র প্রয়োজন হয়-

পণ্য সংশ্লিষ্ঠ কাগজপত্র	বাণিজ্যিক কাগজপত্র
• ইমপোর্ট পারমিট (উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর) • রেডিয়েশন সার্টিফিকেট (রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক) • খাবার উপযোগিতা নিশ্চিতকরণ প্রত্যয়নপত্র (রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক) • ট্রিটমেন্ট/ ফিউমিগেশন সার্টিফিকেট (রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক) • ওজন ও গুণগত মান সংক্রান্ত সনদ (রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক) • ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট (রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক)	• কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ • প্যাকিং লিস্ট • কমার্শিয়াল ইনভয়েস • বিল অব লেডিং

গম আমদানির পর্যায়সমূহ

আমদানি-পূর্ব পর্যায়

এ পর্যায়ে ব্যবসা পরিচালনার সাধারণ শর্তাবলি এবং গম আমদানির নির্দিষ্ট প্রাক-শর্তাবলি পূরণ করা হয়।

ট্রেড লাইসেন্স	আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC)	সরকার অনুমোদিত চেম্বার/ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদের সনদ	সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন (COI)/ অংশীদারী দলিল (পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)	বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন (বীজ হিসেবে আমদানির ক্ষেত্রে)
সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদ	আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	সরকার অনুমোদিত এ্যাসোসিয়েশন	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	কৃষি মন্ত্রণালয়

উৎসঃ সিডিসিএস কর্তৃক স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় প্রণীত ও যাচাইকৃত।

১. ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি:

বাংলাদেশের প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সিটি কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির সংশ্লিষ্ট কার্যালয় বা ইউনিয়ন পরিষদ হতে ব্যবসা পরিচালনার লিখিত অনুমতি তথা ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য উদ্যোক্তাগণকে সুনির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে আবেদন করতে হয়। (প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা ও অনুসরণীয় প্রক্রিয়ার জন্য পরিশিষ্ট-১: ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য)

২. আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC) প্রাপ্তি:

বাংলাদেশে আমদানির প্রথম ধাপ হলো আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC) গ্রহণ। আইআরসি প্রাপ্তির জন্য আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক এর দপ্তরে (CCI&E) অনলাইনে আবেদন প্রেরণ করতে হয়। আবেদনকারিকে আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অনলাইনে আপলোড করতে হবে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২: আমদানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য)

আমদানি নিবন্ধন সনদ গ্রহনের ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে প্রতিষ্ঠানের/ আমদানিকারকের ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর এবং ভ্যাট (VAT) নম্বর সংযুক্ত করতে হয় যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়। আবেদনের প্রক্রিয়া বিস্তারিত নিচের লিঙ্কে দেখা যাবেঃ

TIN : www.incometax.gov.bd
VAT: https://vat.gov.bd/sap/bc/ui5_ui5/sap/zmcf_pri/index.html#/Welcome

৩. সরকার নিবন্ধিত ব্যবসায়ী চেম্বার/ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদের সনদ:

আমদানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির জন্য আমদানিকারককে সরকার নিবন্ধিত ব্যবসায়ী চেম্বার/ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে হবে। এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ প্রাপ্তির প্রক্রিয়ার জন্য পরিশিষ্ট-৩: সরকার অনুমোদিত চেম্বার/ ব্যবসায়ী সংগঠন এর সদস্যপদ গ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য।

৪. সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এবং অংশীদারিত্বের চুক্তি:

আবেদনকারী আমদানিকারক লিমিটেড কোম্পানি হয়ে থাকলে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন সংযুক্ত করতে হবে। যদি আবেদনকারী পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে অংশীদারিত্বের চুক্তি সংযুক্ত করতে হবে।

৫. বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন (বীজ হিসেবে আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

বীজ হিসেবে গম আমদানির জন্য আমদানিকারককে বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্দিষ্ট ফর্মে কৃষি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত প্রক্রিয়ার জন্য পরিশিষ্ট-৪: বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য।

আমদানি পর্যায়

ট্রেড ইনকোয়ারি ও প্রোফর্মা ইনভয়েস সংগ্রহ	ইমপোর্ট পারমিট সংগ্রহ	ইন্স্যুরেন্স কভার নোট ক্রয়	অর্থের উৎস নিশ্চিতকরণ ও ঋণপত্র/ এলসি খোলা	প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংগ্রহ	শুল্ক ছাড়পত্র ও উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর ছাড়পত্র	লেনদেন সম্পন্ন
আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক	DAE এর উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং	যে কোন অনুমোদিত নন-লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি	যেকোনো তফসিলি ব্যাংক	রপ্তানিকারক দেশের সংস্থা/ সংগঠন/ পরীক্ষাগার	বাংলাদেশ কাস্টমস, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, C&F এজেন্ট	আমদানিকারক

উৎসঃ সিডিসিএস কর্তৃক স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় প্রণীত ও যাচাইকৃত।

১. ট্রেড ইনকোয়ারিও প্রোফর্মা ইনভয়েস সংগ্রহঃ

ইনকোয়ারি মাধ্যমে আমদানিকারক বা তার অনুমোদিত প্রতিনিধি রপ্তানিকারক হতে পণ্যের মূল্য ও রপ্তানির শর্ত সংক্রান্ত তথ্য জানতে চায়। ইনকোয়ারিতে পণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ যেমন পণ্যের বর্ণনা, ক্যাটালগ নম্বর বা গ্রেড, আকার, ওজন ও প্রয়োজনীয় পরিমান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। একইভাবে সরবরাহের সময় ও মাধ্যম, প্যাকেজিং পদ্ধতি এবং মূল্য পরিশোধের শর্তাবলিও উল্লেখ করা হয়।

এই 'ইনকোয়ারি'র জবাবে রপ্তানিকারকের নিকট হতে আমদানিকারক একটি দরপত্র পেয়ে থাকেন, যেটি সাধারণত প্রোফর্মা ইনভয়েস (PI) নামে পরিচিত। উক্ত দরপত্রে পণ্যের বিস্তারিত, পণ্যের মান ইত্যাদি এবং পণ্যের সরবরাহ মূল্য এবং বিক্রয়ের শর্তাবলি উল্লেখ থাকে।

২. ইমপোর্ট পারমিট প্রাপ্তিঃ

গম আমদানির পূর্বে আমদানিকারককে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং থেকে অবশ্যই ইমপোর্ট পারমিট গ্রহণ করতে হবে। অনুমতি প্রাপ্তির ধাপসমূহ পরিশিষ্ট-৫: ইমপোর্ট পারমিট প্রাপ্তির ধাপসমূহ-এ দেয়া হল।

৩. ইন্স্যুরেন্স কভার নোট ক্রয়ঃ

ঋণপত্র খোলার আগে অবশ্যই যে কোন অনুমোদিত নন-লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি থেকে ইন্স্যুরেন্স (বীমা) কভার নোট ক্রয় করতে হবে। পণ্য ছাড়করণের পূর্বে তা বাংলাদেশ কাস্টমস এর নিকট দাখিল করতে হবে।

৪. অর্থের উৎস প্রাপ্তি ও ঋণপত্র খোলাঃ

যেহেতু আমদানিকারককে রপ্তানিকারকের দেশের মুদ্রায় আমদানিমূল্য পরিশোধ করতে হয়, সেহেতু ইমপোর্ট পারমিট প্রাপ্তির পর আমদানিকারককে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান করতে হবে। এজন্য আমদানিকারককে যেকোনো তফসিলি ব্যাংকে ঋণপত্র খুলতে হবে। ঋণপত্র খোলার জন্য আমদানিকারককে ব্যাংকে নিম্নলিখিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

- প্রোফর্মা ইনভয়েস/ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তিপত্র
- আমদানি নিবন্ধন সনদ
- অনুমোদিত চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অথবা নিবন্ধিত ব্যবসায়ী এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সনদ
- ইন্স্যুরেন্স কভার নোট
- ভ্যাট (VAT) নিবন্ধন সনদ

ঋণপত্র খোলার পর আমদানিকারকের ব্যাংক রপ্তানিকারকের ব্যাংকে ঋণপত্রটি প্রেরণ করে থাকে।

৫. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ:

আমদানিকারকের ব্যাংক থেকে ঋণপত্র পাওয়ার পর রপ্তানিকারক ঋণপত্রের তালিকা মোতাবেক আমদানিকারকের ব্যাংকে শিপমেন্টের কাগজপত্র প্রেরণ করেন। কাগজপত্রের তালিকা নিম্নরূপঃ

- বিল অব এক্সচেঞ্জ (পণ্যের চালান)
- পণ্যের বর্ণনা ও বিশেষণ সংক্রান্ত সনদপত্র
- রপ্তানিকারক দেশের কোনো ব্যবসায়ী সংগঠন প্রদত্ত কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র
- মনুষ্য খাদ্যোপযোগিতা নিশ্চিতকরণ প্রত্যয়নপত্র
- রপ্তানিকারকের দেশের উপযুক্ত ল্যাবরেটরি কর্তৃক ইস্যুকৃত তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) পরীক্ষার সনদপত্র
- রপ্তানিকারক দেশের কৃষি বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত ফাইটোস্যানিটারি সনদপত্র
- ওজন ও গুণগত মান সংক্রান্ত সনদপত্র
- প্যাকিং লিস্ট
- ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সার্ক দেশসমূহ অথবা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহ হতে গম আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত দেশগুলোর উপযুক্ত সরকারি সংস্থা থেকে প্রদত্ত কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ ও তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) পরীক্ষা সনদ দাখিল সাপেক্ষে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার শর্ত শিথিল করা হয়ে থাকে।

এরপর রপ্তানিকারক পণ্য জাহাজীকরণের ব্যবস্থা করে এবং এ ব্যাপারে আমদানিকারককে অবহিত করার জন্য অ্যাডভাইস নোট প্রেরণ করেন। অ্যাডভাইস নোটে পণ্যবাহী জাহাজ গন্তব্য বন্দরে পৌঁছানোর সম্ভাব্য তারিখও উল্লেখ করা থাকে।

অতঃপর রপ্তানিকারক আমদানিকারককে পণ্যমূল্যের চালানের জন্য একটি বিল অব এক্সচেঞ্জ প্রেরণ করেন। এই বিলের সাথে শিপিং এর অন্যান্য কাগজপত্র যেমন বিল অব লেডিং, চালান, বীমা পলিসি, সার্টিফিকেট অব অরিজিন, ভোক্তা-চালান ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়। এ সকল সংযুক্ত কাগজপত্রসহ বিল অব এক্সচেঞ্জ-কে একত্রে ডকুমেন্টারি বিল বলা হয়। বিলটি পরিশোধের জন্য আমদানিকারকের দেশে শাখা বা এজেন্ট আছে এমন একটি ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যাংকের মাধ্যমে বিলটি আমদানিকারকের কাছে পাঠানো হয়।

৬. কাস্টমস-আনুষ্ঠানিকতা ও পণ্য ছাড়করণ:

বন্দরে জাহাজ বা অন্যান্য মাধ্যমে যানবাহন পৌঁছানোর পর কাস্টমস ও পোর্ট ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে পণ্য ডেলিভারি নেয়ার জন্য আমদানিকারক ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট নিয়োগ করেন। সমুদ্র পথে আমদানির ক্ষেত্রে C&F এজেন্ট শিপিং কোম্পানি থেকে বিল অব লেডিং এর পেছনের পৃষ্ঠায় অনুমোদনের সিল মোহর সংগ্রহ করে থাকেন। কখনও কখনও শিপিং কোম্পানি বিল অনুমোদনের পরিবর্তে C&F এজেন্ট ডেলিভারি অর্ডার ইস্যু করে থাকেন। এই ডেলিভারি অর্ডারের মধ্য দিয়ে আমদানিকারক পণ্য ডেলিভারির স্বত্ব লাভ করেন।

শিপিং এজেন্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর অনলাইনে 'ইমপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট' দাখিল করে। এরপর মনোনীত C&F এজেন্ট পণ্য ঘোষণাপত্র (goods declaration) তৈরি করেন। এটি বিল অব এন্ট্রি হিসেবে অভিহিত। ASYCUDA World (AW) এর মাধ্যমে ঘোষণাপত্রটি Customs systems এ দাখিল করা হয়। এ ঘোষণাপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিতে হয়:

- আমদানিকারক কর্তৃক ইস্যুকৃত সিএন্ডএফ এজেন্টের ক্ষমতায়ন পত্র (অথরাইজেশন লেটার)
- উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং কর্তৃক ইস্যুকৃত ইমপোর্ট পারমিট
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত ঋণপত্র অথোরাইজেশন (LCA)
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত ঋণপত্র (LC)
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত প্রোফর্মা ইনভয়েস
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত কমার্শিয়াল ইনভয়েস
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত প্যাকিং লিস্ট
- ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত ওয়েবিল (বিল অব লেডিং/ এয়ারওয়ে বিল/ ট্রাক রিসিট/ রেল রিসিট) এর মূল কপি
- ইন্স্যুরেন্স কভার নোট
- বিল অব এক্সচেঞ্জ
- রপ্তানিকারক দেশের বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক ইস্যুকৃত 'কান্ট্রি অব অরিজিন' সনদ
- C&F এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডেটা শিট
- খাদ্যোপযোগিতা নিশ্চিতকরণ প্রত্যয়নপত্র
- রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত ল্যাবরেটরি কর্তৃক ইস্যুকৃত তেজস্ক্রিয়তা সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- রপ্তানিকারক দেশের কৃষি বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত ফাইটোস্যানিটারি সনদ

প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য C&F এজেন্ট B/E এর কপি কাস্টমস হাউসের পণ্য ভিত্তিক শুল্কায়ন গ্রুপ বা সেকশনের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার (ARO) কাছে জমা দেন। ARO B/E ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের আলোকে মূল্য, এইচএস কোড ইত্যাদিসহ সকল তথ্য যাচাই করেন।

নির্দিষ্ট বিল অব এন্ট্রি (B/E) AW কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিবেচিত হলে শুল্কায়ন সেকশনের ARO সেটি কায়িক পরীক্ষার জন্য পাঠান। C&F এজেন্টের সহযোগিতায় ARO বন্দরে পণ্য কায়িক পরীক্ষা করে থাকেন। প্রয়োজন হলে C&F এজেন্ট ল্যাবরেটরি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশনের জন্য নমুনা সংগ্রহ করেন। কাস্টমস অফিস সরকারি সংস্থার সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগারে নমুনা পাঠান। পরবর্তীতে পরীক্ষাগার হতে আমদানিকারক এর অনুকূলে সনদ ইস্যু করে তা কাস্টমস অফিসে পাঠানো হয়। এছাড়া গম ছাড়করণের জন্য বন্দরে অবস্থিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং অফিস কর্তৃক প্রদত্ত রিলিজ অর্ডার (RO) প্রয়োজন হয়।

এরপর B/E রাজস্ব কর্মকর্তা এর নিকট মূল্যায়নের জন্য প্রেরণ করা হয়। RO পণ্যের শুল্ক ও অন্যান্য কর নির্ণয় করে অনলাইনে এ্যাসেসমেন্ট নোটিশ অনুমোদন করেন এবং C&F এজেন্টকে নোটিশ প্রদান করেন। C&F এজেন্ট এ্যাসেসমেন্ট নোটিশ অনুসারে ব্যাংকে শুল্ক ও অন্যান্য কর পরিশোধ করেন। অতঃপর পণ্য চালানের রিলিজ অর্ডার ইস্যু করা হয়।

এরপর C&F এজেন্ট B/E, এ্যাসেসমেন্ট নোটিশ ও রিলিজ অর্ডারসহ বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়ান স্টপ সার্ভিস অথবা পোর্ট ফি পেমেন্ট সেকশনে গমন করেন। সেখানে ইমপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট পরীক্ষা ও প্রদেয় বিল প্রস্তুত করে বিলের টাকা গ্রহনপূর্বক উক্ত পণ্য চালান খালাসের রিলিজ অর্ডার আদেশ প্রদান করা হয়।

৭. লেনদেন সমপন্নঃ

আমদানিকারক পণ্যের মান ও পরিমাণ নিয়ে সন্তুষ্ট হলে লেনদেন সমাপ্ত করা হয়। অন্যথায় তিনি রপ্তানিকারককে লিখিতভাবে জানিয়ে বিষয়টি নিস্পত্তি করেন। পরিবহনের সময় পণ্য নষ্ট হলে আমদানিকারক বীমা কোম্পানির নিকট হতে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন এবং বীমা কোম্পানি রপ্তানিকারককে অবহিত রেখে আমদানিকারককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

সংযুক্তি-১: ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া

ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা-

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পূরণকৃত আবেদনপত্র (সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ)/অনলাইনে আবেদন
- ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানস্থলের মালিকানার প্রমাণ বা বাড়ী ভাড়ার সাম্প্রতিক রশিদ
- হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের রসিদ
- উদ্যোক্তার সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- সংঘস্মারক ও সংঘবিধি (শুধুমাত্র লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে), জয়েন্ট স্টক রেজিস্টার এ অন্তর্ভুক্তির সার্টিফিকেট (শুধুমাত্র লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে)
- অংশীদারিত্বের চুক্তি (পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)
- ব্যাংক সলভেন্সির সার্টিফিকেট
- টিআইএন সার্টিফিকেট

ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির পদ্ধতি-

আবেদনকারীকে যথাযথ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয় থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে অথবা অনলাইনে আবেদন করতে হবে। লাইসেন্স সুপারভাইজার, আবেদনকারীর ব্যবসাস্থল পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবেন। আবেদন যথাযথ হলে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট অফিসে নির্ধারিত ফি প্রদান করার পর ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

ফি- ব্যবসার ধরন অনুযায়ী ১০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত।

সম্ভাব্য সময় - সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে ১ দিনের মধ্যে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া যায়।

সংযুক্তি-২: আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC) প্রাপ্তি প্রক্রিয়া

আবেদন দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিম্নরুপ-

- ট্রেড লাইসেন্স
- সরকার অনুমোদিত চেম্বার/ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য সনদ
- ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (TIN)
- ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট
- আবেদনকারির এনআইডি/পাসপোর্ট
- সমিতির স্মারকলিপি ও নিবন্ধপত্র এবং ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট (Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation (COI)) [শুধুমাত্র লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে]
- অংশীদারিত্বের চুক্তি (Registered Partnership Deed) (পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)
- ট্রেজারি চালান
- পাসপোর্ট সাইজ ছবি

আমদানি নিবন্ধন সনদ গ্রহণের প্রক্রিয়া-

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের অনলাইন সিস্টেমে (http://olm.ccie.gov.bd) প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

ফি পরিশোধের ক্ষেত্রে বার্ষিক সর্বমোট আমদানি সীমার উপর ভিত্তি করে আমদানিকারকগণকে নিম্নভাগে ভাগ করা হয়-

আমদানি সীমা	*প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন ফি*	*নবায়ন ফি*
৫,০০,০০০ পর্যন্ত	টাকা ৫,০০০	টাকা ৩,০০০
৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ পর্যন্ত	টাকা ১০,০০০	টাকা ৬,০০০
২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ পর্যন্ত	টাকা ২৪,০০০	টাকা ১০,০০০
৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ পর্যন্ত	টাকা ৪০,০০০	টাকা ১৫,০০০
১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ পর্যন্ত	টাকা ৫০,০০০	টাকা ২২,০০০
৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ পর্যন্ত	টাকা ৬০,০০০	টাকা ২৪,০০০
২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ পর্যন্ত	টাকা ৭০,০০০	টাকা ২৮,০০০
৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ বা তনুর্ধ্ব	টাকা ৮০,০০০	টাকা ৩২,০০০

সংযুক্তি-৩: সরকার অনুমোদিত চেম্বার/ ব্যবসায়ী সংগঠন এর সদস্যপদ গ্রহণ প্রক্রিয়া

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চেম্বার/ ব্যবসায়ী সংগঠন এর সদস্যপদ গ্রহণের ধাপসমূহ-

১. আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করা
২. ব্যাংকে ফি জমা দেয়া
৩. আবেদনপত্র জমা দেয়া
৪. সদস্যপদের সনদ সংগ্রহ করা

আবেদনপত্রের সাথে জমার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি-

- পূরণকৃত আবেদন ফর্ম
- সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফি (পে-অর্ডার মূলকপি)
- ট্রেড লাইসেন্স
- ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট
- TIN সার্টিফিকেট
- ভ্যাট সার্টিফিকেট
- ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট
- রপ্তানিকারকের সাথে সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তি (যদি থাকে)
- কোম্পানির স্বত্বাধিকারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)
- কোম্পানির মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি
- অফিস ভাড়ার চুক্তি (সত্যায়িত ফটোকপি)
- সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি (সত্যায়িত ফটোকপি) (লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে);
- অংশীদারিত্বের চুক্তি (Registered Partnership Deed) (সত্যায়িত ফটোকপি) (পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

সংযুক্তি-৪: বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া (বীজ হিসেবে আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিম্নরূপ-

- যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদন ফর্মটি নিচের লিংকে পাওয়া যাবে- service.moa.gov.bd
- জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি
- ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি
- জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (SCA) কর্তৃক বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধনের সুপারিশ
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিড এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মর্মে সনদপত্রের কপি
- ফি পরিশোধপূর্বক ট্রেজারি চালান জমার মূল কপি

ফি-এর পরিমাণ: নতুন আবেদন ও নবায়ন ফি ২,০০০ টাকা

সংযুক্তি-৫: ইমপোর্ট পারমিট প্রাপ্তির ধাপসমূহ

pqw.dae.gov.bd পোর্টালে আবেদন করুন → Application মেনু থেকে Import Permit বাছাই করুন → Director, PQW, DAE বরাবর আবেদন করুন → আবেদনকারীর তথ্য দিন (আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর)

Contact person এর তথ্য দিন (নাম, ফোন নাম্বার, ইমেইল ও বিস্তারিত ঠিকানা) → পণ্যের তথ্য দিন (ক্যাটাগরি, পণ্যের নাম ও বিবরণ, উৎস দেশ, রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানা, রপ্তানিকারক দেশ, পণ্য পৌঁছানোর তারিখ, পরিবহন মাধ্যম, আমদানি বন্দর, পণ্যের ধরণ ও জাত, আমদানির উদ্দেশ্য)

ডকুমেন্ট সংযুক্ত করুন [ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, আইআরসি, প্যাকিং লিস্ট, বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধনের সনদ(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)] → নির্ধারিত ফি পরিশোধকরণ (অনলাইন) → পেমেন্টের তথ্য ও ইনভয়েস আবেদনপত্রে সংযুক্ত করুন → আবেদন জমা দিয়ে প্রক্রিয়া শেষ করুন ও স্ট্যাটাস দেখুন → ইমপোর্ট পারমিট গ্রহণ

USDA

LAND O'LAKES VENTURE 37

BANGLADESH TRADE FACILITATION

এই প্রকাশনাটি যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ) এর ফুড ফর প্রোগ্রেস প্রোগ্রামের অধীনে Federal award No.FCC-388-2020/003-00 এর সহায়তায় প্রকাশিত। এই প্রকাশনায় উল্লিখিত মতামত, ফলাফল, বা সুপারিশসমূহ লেখক (গণের) নিজস্ব এবং তা ইউএসডিএ'র দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে না।

cdcs | Center for Development & Competitive Strategies Ltd.

Research & Strategy | Capacity Building | Intervention

এই নির্দেশিকাটি CDCS টিম কর্তৃক সমৃদ্ধ ও যাচাইকৃত।